ফসলের নাম	:	মিষ্টিআলু
জাতের নাম	:	বারি মিষ্টিআলু ১৭
ছবি	:	
জাতের বৈশিষ্ট্য	:	➢ কন্দের চামড়ার রং বেগুনী এবং শাঁসের রং গাঢ় বেগুনী ➢ প্রতি ১০০ গ্রাম শাঁসে এন্থোসায়ানিনের পরিমাণ ৩৫. ০৩ মিলিগ্রাম (প্রায়) ➢ গাছ প্রতি কন্দের সংখ্যা গড়ে ৬-৭টি ➢ গাছ প্রতি কন্দের ওজন প্রায় ৬৪০ গ্রাম ➢ কন্দের আকৃতি লম্বাটে ও অনিয়মিত (সাইজ গড়ে ১৪.৭৯ সেমি × ৩.৮৭ সেমি প্রায়)
উপযোগীএলাকা	:	সারাদেশে চাষ করা সম্ভব।
বপন সময়ও সংগ্রহের সময়	:	অক্টোবর-নভেম্বর মাসে চারা (ভাইন) লাগানোর উপযুক্ত সময়। চারা রোপনের ১২০ থেকে ১৪০ দিন পর কন্দমূল উত্তোলন উপযোগী হয়, তবে ১৬০ দিনের বেশি রাখলে শাঁস আঁশযুক্ত হয়। মাটির সাধারন জো অবস্থায় কোদাল দ্বারা কুপিয়ে মিষ্টি আলু উত্তোলন করা হয়।
রোগবালাই দমন ব্যাবস্থা	:	মিষ্টিআলুর এ জাতে রোগের কোন প্রকোপ পরিলক্ষিত হয়নি। মিষ্টিআলু চাষের প্রধান শত্রু উইভিল পোকা। এ পোকা নিম্নোক্ত উপায়ে দমন করা যায়। ➢ মিষ্টিআলুর লতা বা কান্ডের অগ্রভাগ (৩০ সেমি) জমিতে লাগানো উচিত। লতার অগ্রভাগে সাধারণতঃ মিষ্টিআলুর উইভিলের ডিম থাকে না। ➢ মিষ্টিআলুর উইভিল পোকা দমনে সেক্স ফেরোমন ট্র্যাপ স্থাপন এবং ৩০-৪০ দিন এবং ৬০-৭০ দিন পর গাছের গোড়ায় মাটি উঠিয়ে (Earthing up) দিতে হবে। ৬০-৭০ দিনে মাটি উঠানোর সময় কার্বোফুরান ৫ জি (১৬-২০কেজি/হেক্টর) প্রয়োগের মাধ্যমে এই পোকা দমন করা যায়। ➢ মিষ্টিআলু সংরক্ষণের সময় উইভিল আক্রমণমুক্ত কন্দমূল শুকনা বালি দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। মেঝেতে প্রথমে ১০ সেমি পুরু একটি শুকনা বালির স্তর সাজানো যেতে পারে। এরপর ৭৫ সেমি পুরু পর্যন্ত মিষ্টিআলুর স্তর সাজাতে হবে। মিষ্টিআলুর উপরে আবার ১০ সেমি পুরু বালির স্তর দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
সার ব্যবস্থাপনা	:	

সারের নাম	কেজি/হেক্টর	কেজি/শতক	কেজি/বিঘা
ইউরিয়া	২৫০-২৮০	১.০১-১.১৩	৩৩.৪৭-৩৭.৪৮
টিএসপি	১৪০-১৭০	০.৫৬৬-০.৬৮৮	১৮.৭৪-২২.৭৬
এমওপি	২৩০-২৬০	০.৯৩১-১.০৫	৩০.৭৯-৩৪.৮১
জিপসাম	৬০-৮০	০.২৪৩-০.৩২৪	৮.০৩-১০.৭১
জিংক সালফেট*	১০-১২	০.০৪০-০.০৪৯	১.৩৪-১.৬১
ম্যাগনেসিয়াম সালফেট*	৯০-১২০	০.৩৬৪-০.৪৮৬	১২.০৫-১৬.০৬
বরিক এসিড*	৬-৮	০.০২৪-০.০৩২	০.৮০৯-১.০৭১
গোবর	১০,০০০	৪০-৪৬	১৩৩৯

		*যে মাটিতে জিংক, ম্যাগনেসিয়াম ও বোরনের ঘাটতি আছে সে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। সম্পূর্ণ গোবর বা খামার জাত সার, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট ও বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি সার শেষ চাষের সময় জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। বাকী অর্ধেক ইউরিয়া ও এমওপি রোপনের ৩৫-৪০ দিনের মধ্যে সারির পার্শ্বে (সারি থেকে উভয় দিকে ১০ সেমি দূরে) ফারো তৈরি করে প্রয়োগ করা উত্তম। সারের উপরি প্রয়োগের পর পরই গাছের গোড়ায় অল্প পরিমাণে মাটি তুলে (Earthing up) দিয়ে সেচ দিতে হবে। চরাঞ্চলে বা সেচ ছাড়া চাষ করলে উপরোক্ত রাসায়নিক সার শতকরা ১০-১২ ভাগ কমিয়ে একসঙ্গে জমি তৈরীর শেষ পর্যায়ে (লাগানোর পূর্বে) প্রয়োগ করতে হবে।
হেক্টর প্রতি ফলন	:	২২-২৫ টন